প্রথম সংস্করণ	১৯৪২
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ	১৯৪৯
বহু বর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ	১৯৫৩
চতুর্থ সংস্করণ	১৯৫৫

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা ৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা ৬, বাণী-শ্রী প্রেসের পক্ষে শ্রীসুকুমার চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ আমাকে ছড়া লিখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি চেষ্টা করিনি। যুদ্ধের সময় বুদ্ধদেব বসু তাঁর "এক পয়সায় একটি" সিরিজের জন্যে আমার কাছে ষোলোটি কবিতা চান। তখন হঠাৎ আমার হাত খুলে যায়। একদিন কি দু'দিনের মধ্যে গোটা দশ বারো কবিতা বা ছড়া লেখা হয়ে যায়। "উড়কি ধানের মুড়কি"র প্রথম সংস্করণে ও ছাড়া আর ছিল কয়েকটি বিদেশী ধাঁচের পদ্য। অনেক দিন আগে লেখা "লিমেরিক" ও "ক্লেরিহিউ"। পরবর্তী সংস্করণে "লিমেরিক"গুলি ছোটদের জন্যে আলাদা করে রাখি। ওগুলি যায় "রাঙা ধানের খৈ"-তে। উড়কি ধানের মুড়কি" যেমন বড়দের ছড়ার বই "রাঙা ধানের খৈ" তেমনি ছোটদের। আমার যাবতীয় ছড়া এই দুটি মাটির জালায় সঞ্চিত।

ছড়া লেখার উপকরণ আসে সমসাময়িক ঘটনা বা পরিস্থিতি থেকে। কিন্তু আর একটু গূঢ় কথা খুলে বলতে চাই। যারা আমাকে খাইয়ে পরিয়ে হাসিয়ে খেলিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে সেই সব মজুর চাষী কারিগর প্রভৃতির জন্যে আমি এমন কী লিখতে পারি যাতে তাদের রুচি হবে আর আমার হবে ঋণশোধ? ছড়া। দশ বছর ধরে ছড়া লেখার প্রেরণা পেয়েছি এই বিশ্বাস থেকে। এখন আর ছড়া লিখতে ইচ্ছা করছে না। বোধ হয় বিশ্বাসের পিছনে বল নেই। Ballad নিয়ে কাজ করতে প্রাণ চায়। কিন্তু মন তার জন্যে তৈরি হয়নি। "আটাশের হামলা" সেই দিকে প্রথম পদক্ষেপ। অন্ধ পদক্ষেপ।

অন্নদাশঙ্কর রায়

২৫শে মার্চ ১৯৫৩

সূচী

উড়কি ধানের মুড়কি

শ্রীদিলীপকুমার রায়কে

"উড়কি ধানের মুড়কি দেব
শাশুড়ী ভুলাতে!"

ক্লেরিহিউ

আচার্য জগদীশ বসু
উদ্‌ভিদ্‌কে বলছেন পশু।
নতুন কথা এমন কী
অবাক হওয়াই আশ্চয্যি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
এবার যাচ্ছেন পাকুড়।
চায়না কিম্বা পেরু না
সেইখানেই তো করুণা

শরৎচন্দ্র চাটুয্যে
মৌন আছেন মাধুর্যে।
সৃষ্টি এখন সবাক তাঁর
মঞ্চ পর্দা বেবাক তাঁর

পণ্ডিত জবাহরলাল
নীলকে করবেন লাল।
তা শুনে ভাবে যত নীল
কান যে নিয়ে যায় চিল।

শ্রীমান্ সমরেশ সেন
পড়েছি যা লিখেছেন।
মনে হয় সমরেশ সেন
লিখেছেন যা পড়েছেন।

শ্রীমতী অনামিকা দে
কেমন মধুর নাচে সে।
সব ক'টি ভালো ভালো মে'
সকলের হয়ে গেছে বে'।

১৯৩৭

রুথ্‌লেস রাইম্‌

ছোটগল্প পাঠিয়েছিলেন
শ্রীহারাধন কারফর্মা
ছাপতে দিয়ে দেখা গেল
লেখা হলো চার ফর্মা।
সম্পাদক শ্রীসেনশর্মা
চালিয়ে দিলেন করাৎ
লেখা হলো চার পৃষ্ঠা
পাঠক, তোমার বরাত।

হঠাৎ বলল ফেমিনিস্ট
ও পাড়ার ওই বিশে
পিসীকে ডাকল পিসে।
খবর পেয়ে গেলেন ক্ষেপে
চণ্ডীচরণ চাকী
কাকাকে ডাকলেন কাকী

১৯৩৭

এপিটাফ

আমার যদি এপিটাফ লিখতে হয়

তবে লিখো—

লোকটা ছিল তরুণ

শেষ নিঃশ্বাসে

শেষ হিক্কায়

শেষ ধুক ধুকে

তরুণ।

ফূর্তি করতে ভালোবাসত

ভালোবাসত ফূর্তি করে

ফূর্তি করে কাজ করত

ফূর্তির ছল পেলে বর্তে যেত।

তেমন ছল

মিলত কিন্তু তার বরাতে

ভাগ্যক্রমের পক্ষপাতে।

তাই তার আফসোস ছিল না!

১৯৩৮

স্বগত

একদা দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল সহজে নাম করা
নাম তো হলো সহজে, ভালো বিপদে গেল পড়া।
সকালে যদি রিভিউ লিখি বিকালে লিখি কাব্য
কখন কথা কইব তবে? কখন তবে ভাবব?
তাইরে নাইরে নাইরে না—
কখন তবে নাইব এবং খাব!
দুপুরে যদি পত্র লিখি নিশীথে নিবন্ধ
কখন ভালোবাসব তবে? করব কখন দ্বন্দ্ব?
তাইরে নাইরে নাইরে না—
কখন তবে শোব, স্বপ্ন দেখব!
এ বেলা যদি কাহিনী লিখি ও বেলা লিখি ভাষণ
কখন তবে খেলব, বল? করব কখন শাসন?
তাইরে নাইরে নাইরে না—
কখন তবে নাচব এবং বাঁচব!

১৯৪২

পণ

করেছি পণ, নেব না পণ
বৌ যদি হয় সুন্দরী।
কিন্তু আমায় বলতে হবে
স্বর্ণ দেবে কয় ভরি।
স্যাকরা ডেকে দেখব নিজে
আসল কিম্বা কম্‌দরী
সোনায় হবে সোহাগা যে
বৌ যদি হয় সুন্দরী।

তোমরা সবে শুধাও তবে—
আমিই বা কোন কার্তিক!
প্রশ্ন শুনে কোথায় যাব
বন্ধ দেখি চার দিক।
মানতে হলো দরকারটা
উভয়তই আর্থিক।
স্বর্ণের নাম সুন্দরী, আর
মাইনের নাম কার্তিক।

১৯৪২

মহাজন

মহাজন সুদ যদি পায়

আসল না চায়।

বুঝে দেখ, আছে কোন জন

নয় মহাজন?

বই লিখি পড়বে সকলে।

কেউ যদি বলে,

(না পড়েই) মহা সাহিত্যিক

আমি ভাবি, ঠিক!

আর তুমি, হে সমালোচক,

তোমার কী শখ?

লেখকেরা যেন ঘিরে থাকে

দাদা বলে ডাকে।

১৯৪২

হিতোপদেশ

খুড়ো হে খুড়ো গর্ত খুঁড়ো
গর্তে ঢুকে গপ্‌প জুড়ো।
সঙ্গে রেখো নস্যি গুঁড়ো
হঠাৎ হাঁচির কামান ছুঁড়ো

খুড়ি গো খুড়ি হামাগুড়ি
খাটের তলায় লেপের মুড়ি।
সঙ্গে রেখো টাকাকুড়ি
নইলে কখন যাবে চুরি।

১৯৪২

গেরিলার গান

ইউরেকা! ইউরেকা!
অনেক খুঁজে অনেক ঢুঁড়ে
অনেক চায়ের দোকান ঘুরে
পেয়েছি তার দেখা!
চাইনে জাহাজ, চাইনে বিমান,
চাইনে পুকুর *, চাইনে কামান,
কী হবে রণ শেখা!
ইউরেকা! ইউরেকা!

ইউরেকা! ইউরেকা!
অনেক রকম ঝাণ্ডা তুলে
অনেক বুলি আউড়ে ভুলে
পেয়েছি তার দেখা!
আয় নিধিরাম, আয় রে ছুটে
শত্রুদেরই অস্ত্র লুটে
মারব তাদের একা!
ইউরেকা! ইউরেকা!

১৯৪২

* tank

নিধিরামের নিবেদন

কহিল নিধাই,
"রাইফেল চাই!
দিয়েছ তো যা চেয়েছি সব,
হে আমার পরম বান্ধব!
বাকী ছিল, ভাই,
রাইফেলটাই।
পিলে ভরা পেটটি যদিও
রাইফেল এই হাতে দিও।
ঘরে ভাত নাই,
রাইফেল চাই।"

হুংকারে নিধাই,
"কী বলছ, ছাই!
রাইফেল এত কোথা পাবে?
বিলালে তো বারুদও ফুরাবে!
কী দিয়ে সিপাই
চালাবে লড়াই?
বুঝেছি, তোমার মনে ত্রাস
আমাদের কর না বিশ্বাস!
পাছে আমরাই
তোমায় তাড়াই!"

১৯৪২

পোড়ামাটি

সম্মুখে সমর হেরি' বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি' যবে গেলা বীরভূমে
স-মাল সপরিবার রেলপথ দিয়া
সখেদে কহিলা, "সখে, এ কী কথা আজ
ইংরাজের মুখে! দগ্ধ মৃত্তিকার নীতি
কুলাচার হতে পারে, দেশাচার নহে।
বোমা পড়ি' যায় যাবে বাড়ীখানা। নাড়ী
ছাড়ি' যাবে যাক। কিন্তু কলিয়ারী মন
পোড়াইলে কী খাইব! মিল কারখানা
যদি ধ্বংস করি' যায় ইংরাজ আপনি
তবে মোর শেয়ারের মূল্য কী, বলহ!"
ভনিলাম, "বিজেতার হস্তে পড়িবার
সম্ভাবনা ঘটিলেই পুড়িয়া মরিত
রাজপুত সতী। এ কি নহে দেশাচার?
কলিয়ারী কারখানা ইহারা কি নহে
পতিব্রতা ইংরাজের?" শুনি' বীরবাহু
বাহুদ্বয় ঊর্ধ্বে তুলি' স্মরিলা ঈশ্বর।
ট্রেন ছেড়ে দিল। সূর্য গেল অস্তাচলে।

১৯৪২

উভয়সঙ্কট

হবে না শুনলে সুখী নয় এরা,
হবে শুনলেও শঙ্কিত
হবে কি হবে না, কেবলি শুধায়
উত্তেজনায় কম্পিত।
মরণের প্রজা, জীবনের সুত—
বেধেছে উভয়সঙ্কট
খাজনা না দিয়ে ভোগ করবে, কি
ভোগ করে দেবে চম্পট।
সমাধান নেই, পলায়ন সেই
সমাধানেরই তো চেষ্টা
পালাতে পালাতে কিছু নাই হোক
দেখা হয়ে যাক দেশটা।

১৯৫২

পারিবারিক

হাঁ গো হাঁ
পটলের মা
বর্গীরা পৌঁছাল বর্মা।
আসতে কি পারে
গঙ্গার ধারে
এ দিকে যে রয়েছেন শর্মা।

থাক্ হে থাক্
পটলের বাপ
শুনেছি অমন কত বাক্।
তুমি যদি না যাও
বেহালাটি বাজাও
আমি যাই, পটলাও যাক্।

১৯৪২

কবিরা

সকলেই যদি ভাঙনের তাণ্ডবে
স্বেচ্ছায় রত রবে
তবে
সৃজনের কাজ করবে কে আজ ভবে ?

দেবতা কি শুধু মারেন মৃত্যুবাণই
রুদ্র পিনাকপাণি ?
জানি
দূরে গিরিচূড়ে একাকী থাকেন ধ্যানী।

আমাদের করে বজ্রাঙ্কুশ নাই
সে কথা ভুলে না যাই।
ভাই,
আমরা যেন রে ধ্যানের সময় পাই।

১৯৪২

পার্থক্য

না, না।

আমরাও আছি তাণ্ডবে

তবে

আমাদের আছে মানা

সৃষ্টিরে ফেলে অনাসৃষ্টির অঞ্চল ধরে টানা।

না, না

কে চায় বাঁচতে নিরবধি

যদি

দিকে দিকে দেয় হানা

মারণ-মাতাল মরণের চর, শকুনিরা মেলে ডানা!

না, না।

আমাদের নেই পলায়ন

ক্ষণ,

পাল্‌কি হয়নি আনা।

কোন বনে গেলে মরব না, তার জানিনে ঠিক ঠিকানা।

না, না

আমরাও আছি তাণ্ডবে

তবে

আমরা তো নই কাণা!

অনাসৃষ্টি কি নব সৃষ্টি রে? ভেদটুকু আছে জানা।

১৯৪২

প্রার্থনার উত্তর

করেছি প্রার্থনা—
আমায় সৈনিক করো, ক্রিশ্চান সৈনিক,
সকল বন্ধনহীন ক্রুশ্‌বাহনিক।
দীন পদাতিক করো, করেছি প্রার্থনা—
সকল বাসনাহীন ক্রিশ্চান সৈনিক।

পেয়েছি উত্তর—
আমায় করেছ তুমি বিদ্যানাগরিক।
তোমার বাণীর আমি রক্ষণাগারিক।
আমায় করেছ তুমি—পেয়েছি উত্তর—
তোমার অনন্ত রাস রসের রসিক।

১৯৪২

দিলীপদাকে

তোমায় বলেছি পলাতক, বলে হেসেছি কত !
নিয়তি, আমার নিয়তি !
তুমি তো পালালে সংসার হতে সুসংযত !
নিয়তি, আমার নিয়তি !
আমি পলাতক সংগ্রাম হতে ভীরুর মতো !

আমি রণছোড়, টিটকারী দেয় পুরুষ যত !
নিয়তি, আমার নিয়তি !
বলে, কাপুরুষ ! গম্বুজে বসে বাত্যরত !
নিয়তি, আমার নিয়তি
আমারি উক্তি আমারি·কর্ণে বর্ষে শত !

ওদের কী বলি, কী করে বোঝাই শরমে নত
নিয়তি, আমার নিয়তি !
জীবনের লোভে নই পলাতক সুদূরগত !
নিয়তি, আমার নিয়তি !
সৃষ্টির প্রেমে দৃষ্টি আমার প্রত্যাহত !

১৯৪২

বিষ্ণুকে

তোমায় আমায় মিল নাই কথা ঠিক সে
মিল নাই পলিটিক্‌সে।
কিন্তু রয়েছে মিল তো একটি ব্যাপারে
দুই জনেই তো ক্ষ্যাপা রে।
তোমার আমার দু'জনেরই অভিলষিত
কোটি কোটি জন তৃষিত।
শখের লেখায় সুখীদের খুশি করতে
কে চায় লেখনী ধরতে!
তুমি চাও আর আমি চাই মহাজনতায়।
অমিল তবুও আছে, হায়!
তুমি চাও তারা গান গেয়ে গেয়ে কাজ করে
সম সমাজের তাজ গড়ে।
আমি চাই তারা সৃষ্টির নব নব লীলায়
গান গায় আর হাত মিলায়
তুমি কবি যত কর্মীর, যত শ্রমিকের
আমি কবি যত প্রেমিকের।

১৯৪২

পিতা-পুত্র-সংবাদ

পিতা

জাপানীরা যদি আসে
সাত টাকা যার যোগ্যতা নয়
ষাট টাকা পাবে মাসে।
এ বি সি ডি যারা পারেনি শিখতে
বি এ বি টি হবে তারা
পাড়ায় পাড়ায় বি এ বি টি হলে
বিটির বিয়ে তো সারা।
এক টাকা দিলে আট মণ চাল
আট আনা মন আটা
পাঁচ সিকা পণে বর পাওয়া যায়
পাঁচ পয়সায় পাঁঠা।
কাপড় কি আর কিনতে হবে রে
চায়ের কুপন জমে
ধুতি আর শাড়ি কামিজ শেমিজ
একে একে হবে ক্রমে।
স্বরাজ স্বরাজ সবাই চ্যাঁচায়
স্বরাজ কি ফলে গাছে!
স্বরাজ রয়েছে আধ পয়সার
আস্ত কাতলা মাছে!
জাপানীরা যদি আসে
পশুরাজ যাবে বসুরাজ হবে
মুক্ত করবে দাসে।

পুত্র

জাপানীরা যদি আসে
চন্দ্র সূর্য উঠবে না, আলো
ফুটবে না মহাকাশে।
ফুটপাথে হবে লুটপাট, আর
বাটপাড়ি হবে বাটে
ঘাটে ঘাটে হবে নারীধর্ষণ
খুন হবে মাঠে মাঠে।
পুঁইশাকটিও দেখতে পাবে না
পুঁটিমাছটিও নাই
বেত খেয়ে খেয়ে পেট ভরবে না
জুতো খেতে হবে ভাই।
শাদার গোলামি শাদাসিধে ছিল
খাঁদার গোলামি শক্ত
নাক কেটে কেটে খাঁদা করে দেবে
চেটে চেটে খাবে রক্ত।
স্বরাজ স্বরাজ যে জন চ্যাঁচায়
সে জন জাপানী চর
আমাদের বাণী, রাশিয়ার মতো
গেরিলা যুদ্ধ কর।
জাপানীরা যদি আসে
ল্যাজ তুলে তারা কাল পালাবেই
লাল গেরিলার ত্রাসে।

পিতা

ধন্য রে তুই ধন্য
আমার অন্নে হয়েছিস তুই
গরিলার মতো বন্য।
বাড়ি ছেড়ে তুই বনেই চলে যা
গতি নাই আর অন্য।

পুত্র

বলেছ তা বেশ চোস্ত
জানো নাকি তুমি গত জুন হতে
ইংরেজ মেরা দোস্ত।
পুলিশের কাছে যাচ্ছি বলতে
তুমি বিভীষণ বোস তো।

পিতা

"দুর্গা! দুর্গা! জপ করো মন
আর কি গো প্রাণ বাঁচে!
জাপানীরা কবে আসবে কে জানে
পুলিশ তো আজ আছে!

১৯৪২

সৈনিক

সংখ্যায় কি আসে যায়! আমি চাই সত্যই সৈনিক
পশ্চাতে রাখেনি তরী, সাথে নাই সন্ধ্যার খোরাক।
একমাত্র প্রিয়জন দেশলক্ষ্মী। শুনে তাঁর ডাক
একটি তন্ময় প্রাণ যেথা আছে দিক সাড়া দিক।

আয়ুধে কী আসে যায়! আমি চাই স্বভাব সৈনিক।
যার আছে যার নেই দু'জনেই নির্ভয়ে বিহরে।
প্রতিপক্ষ নতশির দু'জনেরই মৃত বক্ষ পরে।
হিংসা অহিংসার মূল্য মরণেই হোক প্রামাণিক।

ইজ্‌মে কী আসে যায়! আমি চাই একাগ্র সৈনিক।
লক্ষ্য যদি এক হয় উপলক্ষ্য হোক না শতেক।
একই হৃদয়ে মেলে শিরা আর ধমনী যতেক।
দেশ যদি অন্তরেই দ্বেষ কেন হবে আন্তরিক?

হে অশান্ত, করো মনঃস্থির। আগে আপনার মনে
জয়ী হও নীতি আর মত্ততার নিত্যতন রণে।

১৯৪২

উত্তম পুরুষ

ভিক্ষুক বলি তাকে
"নাও নাও" বলে কখনো ডাকে না,
"দাও দাও" বলে হাঁকে।
ঘাতকেরও সেই ধারা,
প্রাণ নেবে তবু প্রাণ দেবে নাকো,
মারবে, যাবে না মারা।
ব্যবসায়ী তার নাম,
দেয় আর নেয় দুই হাতে তার
দক্ষিণ আর বাম।
সৈনিক সেইমতো
প্রাণের বদলে প্রাণ দেয় নেয়,
ক্ষতের বদলে ক্ষত।
প্রেমিক তারেই মানি,
নেয় নাকো, শুধু দিয়ে যায় সব,
রিক্ত উভয় পাণি।
ভাই, তুমি অভিনব,
প্রতিদান তুমি নেবে না, কেবল
দিয়ে যাবে প্রাণ তব।

তোমাদেরই দেওয়া প্রাণে
তোমাদের দেশ প্রাণ পাবে, আর
যুগ পাবে তার মানে।
আর কে বাঁচাবে বলো !
তোমরাই যদি হিসাবীর মতো
বিনিময় বুঝে চলো।
অথবা ঘাতক রূপে
প্রাণ নিয়ে তার দাম দিতে ভয়ে
ঘুরে মরো চুপে চুপে।
হে বন্ধু, হবে জয়
দানের যজ্ঞে প্রাণের আহুতি
ব্যর্থ হবার নয়।
জানিনে কী জানি কবে,
এই শুধু জানি, হবে একদিন,
হবেই, হতেই হবে।

১৯৪৪

শঙ্করন্ নম্বুদিরি

নাচতে নাচতে খুলে যায় কারো কেশ
কারো খসে পড়ে বেশ।
নগ্ন তনুর সীমাহীন শিখা
হয় না তো নিঃশেষ।
তেমনি যে জন নটরাজ নটবর
তারও যায় কলেবর।
আত্মাকে দেয় আবরণহীন
প্রকাশের অবসর।
বাঁচনের বেগে শরীর পড়েছে খসে
তাই শোক করি বসে।
দৃষ্টি কেবল তনুগত ; তাই
ঝাপসা অশ্রুরসে।
নৃত্য তোমার ভারতে অতুলনীয়
মৃত্যুও মহনীয়।
মৃত্যুর নাচ দেখালে, দেখানো হলে
মৃত্যু-দেখালে স্বীয়।*

১৯৪৩

---

* দুঃশাসনবধ কথাকলিনৃত্য দেখানোর অব্যবহিত পরে আচার্য শঙ্করন্ নম্বুদিরি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমি তার একটু পরে পৌঁছাই।

রামরাজ্যবাদীর বিলাপ

এতদিন যে নাচতেছিলেম
তাক ধিনা ধিন ধিন্না
বাড়া ভাতে ছাই দিল রে
কায়দে আজম জিন্না।
বনে যাবেন শ্রীদশরথ
রাজা হবেন রামজী।
কৈকেয়ী সে কোথায় ছিল
দিল এসে ভাঙ্‌চি।
দশরথ তো রয়েই গেলেন
সোনার সিংহাসনে
শ্রীরামকে যেতে হলো
দণ্ডক কাননে।
শোন রে ও ভাই রাশিয়ান রে
শোন রে ও ভাই চীন্না
পাকা ধানেঁ মই দিল রে
কায়দে আজম জিন্না।

(সিমলার বৈঠক)
১৯৪৫

হর্ষবাবুর হর্ষ

কোথায় চায়ের কেট্‌লী রে
মন্ত্রী হলেন এট্‌লী রে !
    কোথায় আগুন ?
    চুলোয় আগুন ।
    কোথায় জল ?
    কুয়োয় জল ।
    কোথায় চা ?
    দোকানে চা ।
    কোথায় চিনি ?
    রেশনে চিনি ।
    কোথায় দুধ ?
    বাথানে দুধ ।

যা ঝটপট ধাঁ চটপট
লে আও চিনি লে আও চা
ধরাও আগুন তোলাও জল
চাপাও চায়ের কেট্‌লী রে
ভারতসখা এট্‌লী রে !

কত জল ?
দু' কাপ জল।
কত চা ?
দু' চামচা।
কত চিনি ?
দু' চামচিনি !
কত দুধ ?
আধ পো দুধ।

নামাও চায়ের কেটলী রে
মুক্তিদাতা এটলী রে !

১৯৪৫

হনুমান জয়ন্তী

মুখপোড়াটা হনুমান
লঙ্কা পোড়ালি
লঙ্কাপোড়া আগুন দিয়ে
মুখও পোড়ালি।

পোড়ালি রে ছেলের মুখ
নাতির পোড়ালি
যুগে যুগে জাতির মুখ
তাও পোড়ালি।

মুখপোড়াটা অণুমান
জাপান পোড়ালি
জানিস কি রে সেই আগুনে
কাকে পোড়ালি?

মহাবীর অণুমান
মুখটি পোড়ালি
পোড়ালি রে জাতির মুখ
দেশের পোড়ালি।

১৯৪৫

সাত ভাই চম্পা

(শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে'র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক)

চটি ফট ফট চটরজী
মুখ মক মক মুখরজী
সেনগুপ্ত দাসগুপ্ত
ঘোষ বোস আর বানরজী।

গবরমেণ্টো এঁরাই চালান রায় বাহাদুর রাও সাহেব
এঁরাই আবার কঙ্গরসে গর্জে ওঠেন, "যাও সাহেব।"
জেলখানাতে বন্দী এঁরা, এঁরাই আবার মিনিস্টর
ফাঁসি কাঠে এঁরাই ঝোলেন, এঁরাই নাকি গুপ্তচর।
সি এফ এফ চ্যাটারজী
এম এম এম মুকারজী...... ..

জমিদারের পিসতুতো ভাই মহাজনের মাসতুতো
এঁরাই আবার কিষাণ সভায় চাষীর হলেন চাষতুতো।
মিল মালিকের প্রিয় শ্যালক মজুতদারের ভগ্নীপৎ
মজুর দলে এঁরাই আবার রক্তরাঙা অগ্নিবৎ।
চটি ফট ফট চটরঞ্জি
মুখ মক মক মুখরঞ্জি ... ..

চোরা বাজার এঁদের চেনা, চোর তো এঁদের ভায়রা ভাই
এঁরাই তবু সম্পাদকী কাঁদুনী গান, "হায় রে হায়!"
এঁরাই নীলাম করেন জমি, এঁরাই খরিদ করেন ধান
এঁরাই খোলেন লঙরখানা—গোরু মেরে জুতো দান।
চটি ফট ফট চাটুজ্যে
মুখ মক মক মুখুয্যে……

থাকলে বেঁচে দেখবে তুমি বিপ্লবেরই পরের দিন
কুলীন কুলের মুখ্য যেই চম্পাদেশের সেই লেনিন।
বর্তে যদি থাকতে পারো মর্ত্যে আরো কয়েক দিন
দেখবে তেনার জামাই দুটি কোলচাক আর ডেনিকিন।
চটি ফট ফট চটরজী
মুখ মক মক মুখরজী……

১৯৪৫

শ্রীশ্রীবাহনবর্গ

মা লক্ষ্মী, এই কি তোমার বিবেচনা
প্যাঁচাটাকে দিলে তোমার বাহনপনা!
স্বর্ণাসনা বলেন হেসে কানের কাছে,
প্যাঁচার মতো প্যাঁচোয়া লোক ক'জন আছে!

সরস্বতী, বাহনটি মা দেখতে খাসা
শোভা পায় যতক্ষণ না ফোটে ভাষা!
বাগ্‌বাদিনী বলেন রেগে, শুনতে রূঢ়
প্যাঁক প্যাঁক বুলির আছে অর্থ গূঢ়।

কার্তিকেয়, তোমার কেন এ ভীমরতি
ময়ূর চড়ে রণ করে কোন সেনাপতি!
স্কন্দ বলেন, হায় রে এ কাল! কেই বা চেনে
এরোপ্লেনের পূর্বপুরুষ পীককপ্লেনে!

গণপতি, ভুঁড়ির ওজন পাইনে ভেবে
ইঁদুর তোমায় বয়ে বেড়ায় কোন হিসেবে!
গণেশ বলেন, বলিহারি বুদ্ধি হিঁদুর!
ইলেকট্রিকের মূর্ত প্রতীক এই যে ইঁদুর!

১৯৪৫

মরা হাতী লাখ টাকা

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ধন্য রে তার হাতী
একবার হরি হরি বল্
হাতী যারা মারল তারা কাঁপল রাতারাতি
যত লক্ষ্মীপেঁচার দল।
হাতীর শোকে কাঁদল যারা চাপড়ে বুকের ছাতি
একবার হরি হরি বল
চোখের জলের ছাপা বেচে কিনল জিনিসপাতি
যত সারস্বতের দল।
হাতীর জন্যে হন্যে হয়ে করেন মাতামাতি
একবার হরি হরি বল্
নির্বাচনে কেল্লা জিতে ফুলে হবেন হাতী
যত গণপতির দল।
বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে মরা হাতির খ্যাতি
একবার হরি হরি বল্
অগৌরবের বড়াই করি আমরা হাতীর জাতি
যত বেঁচে মরার দল।

১৯৪৫

মোড়ল বিদায়

মোড়ল গেলেন মামার বাড়ী
মোড়ল! মোড়ল!
আস্ত একটা সাগর পাড়ি
মোড়ল!
পিঠ চাপড়ে বলেন, ওহে
মাতুল! মাতুল!
আছো তুমি কিসের মোহে
মাতুল!
লাল ভালুকে চেটে খেলো
ইরান! ইরান!
আধখানা যে পেটে গেলো
ইরান!
বজ্র বাঁটুল তোমার আছে
য়্যাটম! য়্যাটম!
দাও না ওটা আমার কাছে
য়্যাটম!
মামার অংশ আমার অংশ
অভেদ! অভেদ!
আমরা দুটি কুলীন বংশ
অভেদ!

মাতুল বলেন, কেরে ওটা
বাতুল! বাতুল!
য়্যাটম্ বুঝি লাঠিসোঁটা।
বাতুল!
ইরান যদি যায় রে তাতে
তোর কী! তোর কী!
লড়বে এখন রুশের সাথে
তুর্কী।
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল
হা হা! হা হা!
কি যে বকিস হযবরল
হা হা!
মোড়ল তখন ক্ষুণ্ণ মনে
বিদায়! বিদায়।
মনের দুঃখে গেলেন বনে
বিদায়!

১৯৪৬

দুই রাণী

সুয়ো যে রাণী ছিল সোনার মন্দিরে
    দুয়ো যে রাণী ছিল বনে
একদা কী করিয়া মিলন হলো দোঁহে
    কী ছিল ভূপতির মনে।
ভূপতি বলে, শোন, তোমরা দুই বোনে
    প্রাসাদে মিলেমিশে রহ
আমিই বনে যাই যাবার আগে তাই
    ভবন দান করি, লহ।
সুয়ো যে রাণী বলে, না—
    চাহি না এক সাথে থাকা
আমারে আলাহিদা মহল দিয়ে যাও
    পাঁচিল গড়ে দাও পাকা।
দুয়ো যে রাণী বলে, না—
    পাঁচিল গড়া হবে নাকো
তোমার না পোষায় যেথায় খুশি যাও
    পোষায় যদি তবে থাকো।
নৃপতি দু'জনারে বোঝায় বারে বারে
    বোঝে না কোনো একজনা
বরং গোসা করি উভয়ে গেল চলি
    পুরীতে কেহ রহিল না।

গণিয়া পরমাদ দুয়োরে ডাকে রাজা
বলে, যা নিতে চাও লহ
শুধু সুয়োরে সেধে ভাঙাও অভিমান
দু'জনে মিলেমিশে রহ।
তখন দুয়ো গিয়া চরণে হাত দিয়া
করিল কত সাধাসাধি
সুয়োর তবু হায় ধনুকভাঙা পণ—
আলয় হবে আধাআধি।
নারীর মান ভাঙা নারীর কাজ নয়
ও কাজ পুরুষেরি সাজে :
সুয়ো তা জানে তাই পুষিয়া রাখে মান
খেয়ান করে মহারাজে।
আপনি মহীপাল না ডাকে যত কাল
ঘুরিবে পাগলিনীপারা
দুয়োর সুখ দেখে দুয়ারে ঢিল মেরে
করিবে মঞ্জিলছাড়া!
দু'বেলা শাপ দিবে ধরণীপতিকেও
বলিবে, মরো তুমি মরো
তা হলে দুই বোনে করিব কাড়াকাড়ি
আমিই বাহুবলে বড়।
রাজার বনে যাওয়া হলো না বুঝি হায়
গেলে যে ঘোর মারামারি
ভবন জুড়ি রহে পরম কারুণিক
বচসা করে দুই নারী।

১৯৪৬

গৃহযুদ্ধ

গোরুর গাড়ীর দুই গোরু ছিল

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

কে যে পরাধীনে কী বুদ্ধি দিল

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

আধমরা দুই নির্বোধ প্রাণী

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

গাড়ী নিয়ে করে ঘোর টানাটানি

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

চাকা খসে গেলে হাবা হয় খুশি

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

গবা তাই দেখে মারে শিং ঘুষি

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

শকুনের দলে পড়ে গেল সাড়া

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

দিকে দিকে বাজে কাড়া ও নাকাড়া

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

হাবা আর গবা দুই মহাবীর

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

গুঁতোগুঁতি করে হলো চৌচির

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

গাড়ী ওল্‌টালো চাকা হলো ভাঙা

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

মেঠো রাস্তার মাটি হলো রাঙা

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

মরবে না ওরা। মিছে মন ভারী।

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

মরলে কে বলো টানবে গো-গাড়ী!

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

১৯৪৭

মা নিষাদ

ধন্য হে দেশ! ধন্য তোমার গুণ!
সাধুরে করেছ খুন।
এবার তা হলে অসাধুরে নিয়ে থাকো
চোরা কারবারে পাকো।
মৌর্য যুগের চক্র তোমার ধ্বজায়
মর্যাদা রাখে বজায়
ধনে জনে বাড়ে চৌর্য বংশ
বংশে ধরেছে ঘুণ।

ধন্য হে দেশ! ধন্য তোমার গুণ!
নুন খেয়ে করো খুন।
দাসত্ব হতে মুক্তি যে দিল তার
এই তো পুরস্কার!
হিংসার মদে মশগুল হয়ে আছো
ধর্মের নামে নাচো
লজ্জা তো নেই, এক গালে কালি
এক গালে মাখে চূণ।

১৯৪৮

লক্ষ্মণসেনের প্রত্যাবর্তন

দৌড়! দৌড়! দিলেন দৌড়
গৌড় থেকে বঙ্গ
লক্ষ্মণসেন রাজা তাঁর
রাজ্য হলো ভঙ্গ।
সাত শো বছর বাদে
রাধে কৃষ্ণ রাধে।
আবার দেখি বাধল এ কী
রাজ্যভাঙা রঙ্গ।

দৌড়! দৌড়! দিলেন দৌড়
বঙ্গ থেকে গৌড়
লক্ষ লক্ষ সৈন যেন
লক্ষ লক্ষ চৌর।
সাত শো বছর পরে
হরে কৃষ্ণ হরে!
ঘরের ছেলে ফেরেন ঘরে
দিয়ে ডবল দৌড়!

১৯৪৮

নজরুল

ভুল হয়ে গেছে
বিলকুল
আর সব কিছু
ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো
নজরুল।
এই ভুলটুকু
বেঁচে থাক
বাঙালী বলতে
একজন আছে
দুর্গতি তার
ঘুচে যাক।

১৯৪৯

অনুশোচনা

জননি, তোমার শিকল করিতে ভঙ্গ
বিকল করেছি অঙ্গ।
তোমারে যে ব্যথা দিয়েছি তাহার
শত গুণ বহি, বঙ্গ।
পরকে সরাতে ভাইকে করেছি পর
ছেড়েছি আপন ঘর।
দুর্বল ওকে করেছি, হয়েছি
নিজে দুর্বলতর।
জননি, তোমার নিত্য করিব ধ্যান
অভগ্ন অম্লান।
তুমিই মোদের মেলাবে, আমরা
তোমারি তো সন্তান।

১৯৪৯

কাজী থেকে পাজি

কাজী
সকল কথায় হাঁ-জী।
হাঁ-জী। হাঁ-জী। হাঁ-জী!
দরদালানে থাকেন তিনি
বাদশা বেজায় রাজী।
একদিন সেই কাজী
বলে বসলেন, না-জী।
যাবেন কোথা, এক নিমেষে
অমনি হলেন পাজি।
পাজি। পাজি। পাজি।
মনের দুখে বনে গেলেন
কাজী!

১৯৪৯

চোরের আত্মকথা

চোর বলে, ভাই, ডাকাতের উৎপাতে
রাজধানীতেও রাস্তায় চলা দায়
বোমা ছুঁড়ে মারে গাড়ীতে ও ফুটপাথে
বুলেট চালায় ব্যাঙ্ক পিয়নের গায়।

মানুষকে যদি বলি দিতে হয়, দাদা,
আমাদের মতো অহিংস মতে মারো।
চালের সঙ্গে মেশাও কাঁকর শাদা
ফাঁসির হুকুম হবে না একজনারো!

তেলের সঙ্গে মেশাও শিয়ালকাঁটা
হোক বেরিবেরি কোলাব্যাঙ্ সম ফোলা।
তেঁতুলবীচির সঙ্গে মেশাও আটা
পেট ছেড়ে যাক, যমের দুয়ার খোলা!

মানুষ মারার কৌশল জানি নানা
শুধু ভয় পাই চীনেদের দশা দেখে
এ মহাবিদ্যা ওদেরো তো ছিল জানা
তবু কেন ওরা ভাগে রাজধানী থেকে?

বলো দেখি এই এত বড় ভুঁড়ি নিয়ে
কোথায় পালাই, কোন কয়মোজা দ্বীপে?
স্বপ্নের মাঝে কেঁদে উঠি ডুকরিয়ে
ওরা যে আমায় তাড়া করে আসে জীপে।

চোরের সঙ্গে ডাকাতের সংগ্রামে
গান্ধীর নাম কোনোই কাজের নয়
হাত যোড় করি মার্কিনজীর নামে
আণবিক বোমা, তোমারি হউক জয়।

১৯৪৯

লিয়াকৎ আলির মস্কো যাত্রা

বাপজান! তুমি যেয়ো না!
সোনামণি! তুমি যেয়ো না!
ভালো ছেলে! তুমি যেয়ো না!
যেয়ো না হে তুমি রাশিয়া!
ওখানে রয়েছে স্টালিন!
যাদুকর ও যে স্টালিন!
ছেলেধরা ও যে স্টালিন!
ভোলাবে সর্বনাশিয়া!
জবাহর! যেতে দিয়ো না!
ভাইয়াকে যেতে দিয়ো না!
বাচ্চুকে যেতে দিয়ো না!
দিয়ো না হে যেতে রাশিয়া!
ছেড়ে দাও ওকে কাশ্মীর!
চায় যদি তবে আজমীর!
খুলে দাও গেট দিল্লীর!
স্বাধীনতা যাক ভাসিয়া।

১৯৪৯

গিন্নী বলেন

যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি
সকলের মূলে কমিউনিস্টি।
মুর্শিদাবাদে হয় না বৃষ্টি
গোড়ায় কে তার? কমিউনিস্টি।
পাবনায় ভেসে গিয়েছে সৃষ্টি
তলে তলে কেটা? কমিউনিস্টি।
কোথা হতে এলো যত পাপিষ্ঠি
নিয়ে এলো প্লেগ কমিউনিস্টি।
গেল সংস্কৃতি গেল যে কৃষ্টি
ছেলেরা বনলো কমিউনিস্টি।
মেয়েরাও ওতে পায় কী মিষ্টি
সেধে গুলি খায় কমিউনিস্টি।
যেদিকেই পড়ে আমার দৃষ্টি
সেদিকেই দেখি কমিউনিস্টি।
তাই বসে বসে করছি লিষ্টি
এ পাড়ার কে কে কমিউনিস্টি।

১৯৪৯

পাপ

জঙ্গল সে তো আপনি হয় না সাফ
কাটতে কাটতে সাফ করে যেতে হয়
অনেক জনের অনেক দিনের পাপ
অনেক জনের ত্যাগ দিয়ে তার ক্ষয়।

ত্যাগের বীর্য যদি কারো নাই থাকে
জঙ্গল তবে করে দিতে হয় খাক্
আগুনের শিখা লেলিহান হয়ে তাকে
চেটেপুটে খায় কিছুই থাকে না ফাঁক।

ত্যাগের অস্ত্র হাত থেকে যদি খসে
সেই দিন হবে আগুন লাগার দিন
বাঁচবে না কেউ রাজার তক্তে বসে
ত্যাগের পুণ্য যদি হয়ে থাকে ক্ষীণ।

স্বাধীনতা নয় সব পেয়েছির দেশ
বহু শতকের স্তূপাকার জঞ্জাল
কোদাল লাগিয়ে নাই যদি হয় শেষ
আসবে তখন আগুন লাগার কাল।

১৯৪৯

মণিদাকে

ধ্যানের ধরণী ধ্যানের দেশ

হবে কি হবে না জানে কে ?

ধ্যানেই হয়তো ধ্যানের শেষ

পরাভব তবু মানে কে ?

দান্তে কি কভু জেনেছেন, কভু

মেনেছেন ?

শেলী কি কখনো জেনেছেন, কভু

মেনেছেন ?

কেন তবে তুমি জানবে, কেন বা

মানবে ?

আশাহীন বাণী কেন তবে মুখে

আনবে ?

অপরের কাছে অপর কাজ

আছে করণীয় জ্ঞান, ভাই

আমরাই যদি না করি আজ

আর কে করবে ধ্যান, ভাই !"

ঘুম নেই চোখে, পদচারণায়

রাত কাটে

আকাশের তারা আকাশে মিলায়

রাত কাটে।

সকলের হয়ে ধ্যান করি ভাই
আমরা
সকলের তরে লিখে রেখে যাই
আমরা।

অপরের কাজ অপরে করে
ধ্যান সাথে মিল নেই তার
তা বলে তোমার আমার পরে
সমালোচনার নেই ভার।
অনাসৃষ্টি সে তোমায় আমায়
কাঁদাবে
স্বপ্নভঙ্গ তোমায় আমায়
কাঁদাবে।
ব্যর্থ হবে না সে কাঁদন, যদি
ধ্যান করি
কিছুই হবে না অকারণ, যদি
ধ্যান করি।

১৯৪৯

নবদাকে

শান্ দাও আত্মার অস্ত্রে
শান্ দাও, শান্ দাও অবিরাম
আর যার সংগ্রাম শেষ হোক
তোমার হয় নি শেষ সংগ্রাম
শান্ দাও, প্রাণ দাও, শান্ দাও
শান্ দাও আত্মায় অবিরাম।
বিষাদে থেকো না ম্রিয়মাণ হে
তোমার জীবনে নেই বিশ্রাম
শান্ দাও, প্রাণ দাও, শান্ দাও
শান্ দাও আত্মায় অবিরাম।
সত্যের আহ্বান শুনলেই
চিত্ত তোমার হয় উদ্দাম
শান্ দাও, প্রাণ দাও, শান্ দাও
শান্ দাও আত্মায় অবিরাম।
রুদ্রের আহ্বান নিষ্ঠুর
মনে রেখো গান্ধীর পরিণাম
শান্ দাও, প্রাণ দাও, শান্ দাও
শান্ দাও আত্মায় অবিরাম্।

১৯৪৯

কালের হাওয়া

নে, খেয়ে নে ফাঁসির খাওয়া
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল
উত্তরে বয় কালের হাওয়া।
লড়নেওয়ালা লড়ুক, যারা
মরবে তারা মরুক
লুটনেওয়ালা লুট করে নে
ভাঁড়ারটা তো ভরুক।

নে, খেয়ে নে ফাঁসির খাওয়া
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল
উত্তরে বয় কালের হাওয়া।
কোরিয়া থেকে আসছে না, তাই
দাম বেড়েছে সাগুর।
মার্কিনেরা পাঠায় না, তাই
আট টাকা সের মাগুর।

নে, খেয়ে নে ফাঁসির খাওয়া
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল
উত্তরে বয় কালের হাওয়া।
চালের বাজার আগুন হলে
তোদের আসে ফাগুন
এবার তোরা বেচবি, দাদা
পাঁচ সিকা সের বাগুন।

নে, খেয়ে নে ফাঁসির খাওয়া
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল
উত্তরে বয় কালের হাওয়া।
শিক্ষা তোদের হয়নি আজো,
শিক্ষক পাইনি
অমনি তো কেউ শুনবে নাকো
ধর্মের কাহিনী।

নে, খেয়ে নে ফাঁসির খাওয়া
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল
উত্তরে বয় কালের হাওয়া।
ভয় দেখাই বারো মাসই
কেউ করে না ভয়
দৈবে যদি পড়ল ধরা
পিছলে খালাস হয়।

নে, খেয়ে নে ফাঁসির খাওয়া
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল
উত্তরে বয় কালের হাওয়া।
লড়নেওয়ালা লড়ুক, আর
মরণেওয়ালা মরুক
লুটনেওয়ালা লুট করে নে
ভাঁড়ারটা তো ভরুক।

১৯৫০

ভূষণ্ডী

ভূষণ্ডী কয়
শোন রে উল্লুক—
এতদিন ছিল
ঠগের মুল্লুক
এইবার হবে
মগের মুল্লুক।

১৯৫০

কোনো নেতার মৃত্যুতে

ভাই,
স্বর্গে নরকে যেখানেই হোক ঠাঁই,
দেখবে সেথায় মুসলমানও আছে
কিন্তু ওদের তাড়াবার পথ নাই।

১৯৫০

বঙ্গদর্শন

এক গালে তোর চূণ, ও ভাই
আরেক গালে কালি
এমন করে কে সাজালো
ডান গালী বাঁ গালী।
ডান গালী বাঁ গালী ওরে
ডাঙ্গালী বাঙ্গালী
এমন করে কে বানালো
ভিক্ষার কাঙ্গালী।
কে মেরেছে কে ধরেছে
কে দিয়েছে গালি।
ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করে
সংসার হাসালি।

১৯৫১

ঘুঘু-চরানী ছড়া

অবাক হতো বিশ্ব যাদের
মেল্ দেখে
দ্বন্দ্ব হলো নিত্য নতুন
খেল্ দেখে।
মা'কে নিয়ে ভাগাভাগি
মড়ার মতন রে
শেয়াল শকুন করে থাকে—
সে কী পতন রে!
সে যদি বা সত্য হলো
এ কী আজব খেল্!
ভা'য়ের বুকে হান্লি সুখে
দারুণ শক্তিশেল!
জান্লি না যে বাজল সে বাণ
কার বুকে!
দুই জনারি অভাগিনী
মা'র বুকে!

বুক থেকে মা'র রক্ত ঝরে,

স্তন্য কই ?

দিকে দিকে শোর উঠেছে,

অন্ন কই ?

ভাইকে মারে, মা'কে কাঁদায়,

তারে বাঁচায় কে !

ভিটাতে যার ঘুঘু চরে

তারে নাচায় কে !

অবাক হতো বিশ্ব যাদের

মেল্ দেখে

হদ্দ হলো নিত্য নতুন

খেল্ দেখে।

১৯৫০

কোথায় যাই ?

আই লো আই
কোথায় যাই
কোথায় গেলে
শান্তি পাই ?
বাঙাল দেশে
শান্তি নাই।
আসাম গিয়ে
সেথায় দেখি
কপালে মোর
লিখল এ কী !
কুমীর হলো
ঘরের ঢেঁকি।
বেহার গিয়ে
মনে ভাবি
পুরুলিয়ায়
আছে দাবী।
বললে, গয়ায়
পিণ্ডি খাবি।

তখন গেলেম
জগন্নাথ
দিলেক খেতে
পান্তা ভাত।
কেউ মানে না
জাত পাত।
তাই তো হলো
খেয়ালটা
এলেম চলে
শেয়ালদা।
চিড়ে গুড়
দিচ্ছে, খা।

১৯৫০

আড়ি

(প্রথম অবস্থা)

চাচা, তোমার সঙ্গে আড়ি
আর যাব না তোমার বাড়ী
চাচা, তোমার মাথা গরম
কথায় কথায় মারামারি
আর যাব না তোমার বাড়ী।
চাচা, তোমার সঙ্গে আমার
চিরদিনের ছাড়াছাড়ি
আর যাব না তোমার বাড়ী।

(দ্বিতীয় অবস্থা)

এই দুনিয়ায় সবাই ভালো
তুমিই শুধু মন্দ, চাচা,
তুমিই শুধু মন্দ।
ভেবেছিলেম তোমার সাথে
মিটল না আর দ্বন্দ্ব
আসাম গিয়ে এলেম দেখে
বেহার গিয়ে এলেম ঠেকে
সকল দুয়ার বন্ধ, চাচা
সবার দুয়ার বন্ধ।
ভাবছি, চাচা, লোকটা তুমি
এমন কী আর মন্দ!

(তৃতীয় অবস্থা)

চাচা, তুমি ভেজাল দিয়ে
মানুষ মারার কল জানো না
মিষ্টি কথার মুখোশ এঁটে
প্রতারণার ছল জানো না।
ষণ্ডামিতে পক্ক বটে
ভণ্ডামিতে নেহাৎ কাঁচা
এবার আমি বেশ বুঝেছি
তোমায় ছেড়ে যায় না বাঁচা।
চাচা, তোমার মনটা শাদা
যে যা বোঝায় তাই তো বোঝো
রাগের মাথায় পাগল হয়ে
মিথ্যে আমার সঙ্গে যোঝো।
নয়তো ভালো তোমার মতো
এই দুনিয়ায় ক'জন আছে!
কেই বা আমায় বাঁচিয়ে রাখে
শস্তা চালে শস্তা মাছে!
চাচা, এবার সন্ধি করে
যাবই যাব তোমার বাড়ী
তোমার বাড়ী বলছি কেন—
তোমার আমার দোঁহার বাড়ী।

১৯৫০

ঘুঁটে গোবর সংবাদ

গোবরবাবু চললেন তো চললেন।

বললেন—

গোবর থেকে ঘুঁটে বানায় জানতুম।

মানতুম

ঘুঁটে গোবর দুই জাতি নয় এক জাতি।

বজ্জাতি

দেখে দেখে এখন আমার হয় মনে

দুই জনে

একা গোয়ালে থাকা তো আর চলবে না।

ফলবে না

সুফল কোনো তোষণ ক'রে বার বার।

থাকবার

চেষ্টা যত ব্যর্থ হলো তাই বলে

যাই চলে।

ঘুঁটে যখন পুড়বে তখন হাসব

আসব।

গোয়াল যখন জ্বলবে তখন নাচব

বাঁচব।

ঘুঁটে মিঞা বসে আছেন খুশ মনে।

হুশমনে

গোয়াল থেকে ভাগিয়ে দিয়ে আহ্লাদ।

ঘোড়ানাদ

কোথায় ছিল বলল এসে,—আয় ভাই,

আমরাই

মিলে মিশে এক গোয়ালে বাস করি।

নাশ করি

চিহ্ন যত গোবরীয় সভ্যতার

ভব্যতার

সঙ্গীতের সাহিত্যের নাট্যের

পাঠ্যের।

এখন থেকে ভাষা হবে মোর মতো।

তোর মতো

ঘুঁটে বুলি আমার মুখে খুলবে না।

ভুলবে না।

তুমি বালক আমি পালক আজ থেকে

মাঝ থেকে।

১৯৫০

আগডুম রে বাগডুম রে সাজলো রে ঘোড়াডুম
ঘোড়াডুম।
সাজলো রে বাজলো রে ঢাক তাক তাক ডুমাডুম
ডুমাডুম।
ঢাক তাক তাক ঢাকাই ঢাক তাক তাক খুলনাই
খুলনাই।
ঢাকীরা মুলতানী মুলতানী—ভুল নাই
ভুল নাই।
বাজতে রে বাজতে রে চললো রে দৌড়ে
দৌড়ে।
সপ্তদশ অশ্ব পৌঁছলো গৌড়ে
গৌড়ে।
গুড় দিয়ে চা খায় রে গৌড়েরি লোকজন
লোকজন।
চিনির সাধ মিটবে রে জিতলে নির্বাচন
বাচন।

কোন দিন তা আসবে রে এই তার এক মামলা
মামলা

এমন যে সময় রে বাধলো রে হামলা
হামলা।

এবারকার শতকটা দ্বাদশ নয় বিংশ
বিংশ।

গৌড়ের এই লোকজন যে নয় খুব অহিংস
হিংস।

মুলতানী সুলতানী হাঁক শুনে হায় রে
হায় রে

লাফ দিয়ে উঠলো রে ছুটলো রে বাইরে
বাইরে।

জুটলো রে গাড়ওয়ালী মাড়ওয়ারী রক্ষক
রক্ষক।

গৌড়ের ওই গুড়টুকুর সিংহের ভাগ ভক্ষক
ভক্ষক।

আগড়ুম রে বাগড়ুম রে থামলো রে ঘোড়াড়ুম
ঘোড়াড়ুম।

সাজলো না, বাজলো না ঢাক তাক তাক ডুমাডুম
ডুমাডুম।

১৯৫১

নাসিকের পরে

বলতেছিলেম মাসিকে—
নাক কান কাটা হোলো না এবার
নাসিকে।
উক্ত মহান কার্য
মনে হয় অনিবার্য।
শাক দিয়ে মাছ যায় নাকো ঢাকা
ডেকে নিয়ে আসে
মাছিকে।

(নাসিক কংগ্রেস)
১৯৫০

ত্রিকালদর্শী

সাম্রাজ্য রামরাজ্য
দেখলি একে একে
বাকী থাকে বামরাজ্য
হয়তো যাবি দেখে।

১৯৫২

বারো রাজপুত

জননী গো তুমি
নমস্যা
তোমারেই নিয়ে
সমস্যা
ইংরেজ গেলো
কংগ্রেস এলো
করেছিল ঘোর
তপস্যা।
দুঃখ তোমার
নয় পোহাবার
যেন রাত অমা-
অবস্যা।
ভোট চান তাই
ডজন আড়াই
বামমার্গীয়
সদস্যাঃ।

১৯৫১

ব্যাঙমা ব্যাঙমী

ব্যাঙমী

চেন্‌কানাল হয়েছে লাল
হায় ব্যাঙমা সব বেচাল।

ব্যাঙমা

জবাহরলাল
হন যদি লাল
তবেই রক্ষে—
নয় তো বা কাল
সারা দেশটাই
হয়ে যায় লাল।

ব্যাঙমী

জবাহরলাল
হন যদি লাল।
তবেই হয়েছে—
সামাল সামাল!

(নির্বাচন)
১৯৫০

ঢাকার কারবালা

প্রাণ দিল যারা ভাষার জন্যে
জয় কি হবে না তাদের ?
জয় তো তোদের হয়েই রয়েছে
জনতা পক্ষে যাদের।

১৯৫২

আরে আরে

আরে আরে ছি ছি।
চোদ্দ হাত কাঁকুড়, তার
ষোলো হাত বীচি!

১৯৫২

পশ্চিম বঙ্গের প্র-জাতীয় সঙ্গীত

দু' বেলা দু' মুঠো ভাত যদি পাই
তবে তার মতো আর কিছু নাই
দু' বেলা দু' মুঠো ভাত।
লেফ্‌ট্‌ রাইট লেফ্‌ট্‌।
খেতে দাও, খেতে দাও।
বাঙালীকে খেতে দাও
দু' বেলা দু' মুঠো ভাত।
লেফ্‌ট্‌ রাইট লেফ্‌ট্‌।
ওগো দিল্লীর নাথ
ওগো জগতের নাথ
দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর
প্রণিপাত। প্রণিপাত।
ভাতের বদলে দিতে চাও গম
ওগো নিষ্ঠুর! ওগো নির্মম।
দু' বেলাই চাই ভাত।
লেফ্‌ট্‌ রাইট লেফ্‌ট্‌।

খেতে দাও, খেতে দাও!

বাঙালীকে খেতে দাও

দু' বেলা দু' মুঠো ভাত।

লেফ্‌ট্‌ রাইট লেফ্‌ট্‌।

ওগো দিল্লীর নাথ

ওগো জগতের নাথ

দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর

প্রণিপাত! প্রণিপাত!

সাহেবের মতো হবে কি ক্রুয়েল?

বজরা মেশানো গেলাবে গ্রুয়েল?

ঝরঝরে চাই ভাত।

'লেফ্‌ট্‌ রাইট লেফ্‌ট্‌।

খেতে দাও, খেতে দাও!

বাঙালীকে খেতে দাও

দু' বেলা দু' মুঠো ভাত।

লেফ্‌ট্‌ রাইট লেফ্‌ট্‌!

ওগে দিল্লীর নাথ

ওগো জগতের নাথ

দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর

প্রণিপাত! প্রণিপাত!

১৯৫২

ফতেপুর সিক্রী

শেষটা আমি ঠিক করেছি
দেশটা করে বিক্রী
গণ্ডা কয়েক গড়িয়ে দেব
ফতেপুর সিক্রী।
আয় রে বাঙাল, আয় রে
আয় রে কাঙাল, আয় রে
দেনার দায়ে জন্মভূমি
হলো তোদের ডিক্রী
নাকের বদলে নরুণ পেলি
ফতেপুর সিক্রী।

১৯৫২

পক্ষিপণ্ডিত

ময়না রে
হবার যা নয় হয় না রে।
ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিলি,
আসবে ফিরে ভেবেছিলি,
সেই পুরাতন মন্থুর শাসন
যখন জাতির অন্নপ্রাশন।
সেই যে প্রাচীন সমস্কৃত
অমৃত সে বালভাষিত।
সেই সেকালের কুলীন প্রথা
পতির চিতায় শতেক গতা।
পূর্ব জন্মে পাপের ফলে
শূদ্র রবে পায়ের তলে
নইলে যে তার মুণ্ডু কাটা
নয়তো বা তার বুকে হাঁটা।
ময়না রে
বড়ো সাধের স্বপন যে তোর
আর মানুষের সয় না রে।

যা শিখেছিস্ সত্য যুগে
যা পড়েছিস্ যুগে যুগে
আস্তি কালের কপচানো বোল
শুনতে শুনতে মানুষ পাগোল।
এখন শুনছি ইংরিজীতে
সেই সনাতন বুলির কিতে।
অবাক করলি পুঁথিপোড়ো
অমানুষিক কীর্তি তোর ও।
মানুষ তো নয়, পোষা পাখী
মানুষ হতে অনেক বাকী।
জানিস্ কেবল যত্ব ণত্ব
জানিস্ নে তো মনুষ্যত্ব।
ময়না রে
তোর দিনকাল গেছে, ও ভাই
চির দিন তা রয় না রে।

১৯৫২

রাজা উজীর

তার পর কী খবর হে
　　　　তার পর কী খবর ?
খবর তো জবর হে
　　　　খবর বেশ জবর।
কায়রোর কোন জাঁদরেল হে
　　　　নামটা তার নকীব
হাল তার কেউ জানত না
　　　　আমরাও না ওকিব।
চুপ করে "কূপ" করে
　　　　করছে কী করুক
দেশ ছেড়ে চললেন যে
　　　　শাহান শা ফরুক।

তার পর কী খবর হে
　　　　তার পর কী খবর ?
খবর তো জবর হে
　　　　খবর বেশ জবর।
তেহরানের কায়ুম তো
　　　　বাদশার খুব পেয়ারে
জন্‌তার কোপ দুর্জয়, তাই
　　　　চম্পট দেন এয়ারে।

কায়রো আর তেহরানসে
শ্রীনগর দূর অস্ত্
মহারাজ শ্রী হরিসিং যে
সবংশে দুরস্ত্।

তার পর কী খবর হে
তার পর কী খবর ?
খবর তো জবর হে
খবর বেশ জবর।
কাঠমাণ্ডুর কৈরালা
এইবার তার পালা
এক ভাই কয় আর ভাইকে,
পালা রে পালা।
রঙ্গিলা দুনিয়া হে
আজগুবি কাণ্ড
শুম্ভ নিশুম্ভের রণ
দেখছে কাঠমাণ্ডু।

১৯৫২

দোসরা কামাল

ওরে নকীব সর্বনাশা!
খেদিবকে খেদিয়ে দিয়ে
মিটল না তোর মনের আশা!
একটি ঢিলে ভাঙ্‌লি রে তুই
পাঁচশো পাখীর সুখের বাসা!
ফকির হলো পাঁচশো পাশা।
এর পরে কি এক বা দু' লাখ
লিকুইডেট্‌ করবি কুলাক?
জমিন্‌ পেয়ে বর্তে যাবে
জমিন্‌হারা ভুখা চাষা।
ওরে নকীব, দীনের আশা।
এবার তোরে শুনতে হবে
এছলাম বিপন্ন ভবে
গেল গেল ধর্ম গেল
গেল গেল মোল্লা সবে!
মিশর দেশের তুই যে কামাল।
শুনিস্‌ নে তুই ভয়ের ভাষা।
ওরে নকীব, দেশের আশা!

১৯৫২

দিলীপদাকে আবার

এবার তা হলে কবিতে কবিতে
কোলাকুলি
বলার যা ছিল বলেছি সকলি
খোলাখুলি।
এসব কবিতা থাকবার নয়
থাকবে না
উড়ে যাওয়া হাঁস কেউ তারে ধরে
রাখবে না।
তবে যদি কেউ মনের জ্বালায়
রাগ করে
বুনো হাঁস বলে তীর ধনু নিয়ে
তাগ করে
তা হলেই হবে মরণে স্মরণে
একাকার
তা হলেই রবে রাগে অনুরাগে
মনে তার।

১৯৪৯

আমার কথাটি

বিক্রমীরা ভাগ করে ধরা
বেয়োনেট দিয়ে সে বাঁটরা।
পণ্ডিতেরা ভাজেন নজির
খৈ ফোটে ইডিয়োলজির।
তরুণের রক্তে লাগে দোল
সেও দেয় গোলে হরিবোল।
আমি নই বীর বা বিদ্বান
তরুণের দলে নাই স্থান।
এক কোণে আমি রচি ছড়া
বিনা ভাগে ভোগ করি ধরা।

১৯৪২